সৃজনশীল বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

সৃজনশীল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

২১ আগস্টের ভয়াবহ গ্রেনেড হামলাকে উপজীব্য করে স্থাপনা শিল্প প্রদর্শনী

২১ আগস্ট, ২০০৪ সালের ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী'র ভাবনা ও পরিকল্পনায় ২১ থেকে ২৩ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত একাডেমির নন্দনমঞ্চ সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় স্থাপনা শিল্প প্রদর্শনী "AUGUST REPEATED ATTEMPTS"।

২১ আগস্ট, ২০০৪ সামনে এলেই আঁতকে উঠে বাঙালি। সেদিন দৈবক্রমে বেঁচে যান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় প্রাণ হারায় আওয়ামী লীগের তৎকালীন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ আরো ২৩ জন। সেদিনের গ্রেনেড হামলার উদ্দেশ্য ছিল আরেকটি ১৫ আগস্ট সংঘটিত করা। 'হামলার সঙ্গে জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি হোক' গ্রেনেড স্প্রিন্টার গেঁথে যাওয়া শরীরে আমৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে আহতসহ সকল মানুষের এটাই প্রত্যাশা।

বিভীষিকাময় সেই ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার ভয়াবহ চিত্র শিল্পকর্মের মাধ্যমে তুলে ধরতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর স্থাপনা শিল্পের আয়োজন করে যাচ্ছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত প্রদর্শনীর কিউরেটর শিল্পী অভিজিৎ চৌধুরী ও

অংশগ্রহণকারী শিল্পী সুজন মাহাবুব, সাদিয়া বৃষ্টি, সবুজ, আমরিন প্রমি, রনি, অনুরাধা, সাগর, মংসেন, হুমায়রা নীড়, অনিক, বিশাল, মুনজেরীন, জোবায়ের ও অর্নব।

প্রদর্শনী ২১ থেকে ২৩ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

প্রদর্শনী ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করেন একাডেমির সচিব জনাব মো. আছাদুজ্জামান, তত্ত্বাবধানে ছিলেন একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম (মিনি করিম) এবং সহযোগিতায় ছিলেন উপপরিচালক, এ এম মোস্তাক আহমেদ, মো. মাহাবুবুর রহমান ও মো. আয়নাল হক।

জাতির পিতার শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস- ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা ভবনের সামনে তৈরি করা হয় অস্থায়ী প্রতিকৃতি। ১৫ আগস্ট সকাল ১১টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তা, শিল্পী ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এরপরে আলোচনার মাধ্যমে জাতির পিতার কর্মময় জীবনের নানান দিক তুলে ধরা হয়। আলোচনা পর্বে একাডেমির মহাপরিচালক নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী এঁর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান, একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক আফসানা করিম, সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগের পরিচালক কাজী আফতাব উদ্দিন হাবলু এবং একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক খন্দকার রেজাউল হাশেম। এছাড়া একাডেমির মসজিদে জোহরের নামাজ শেষে সকলের উপস্থিতিতে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

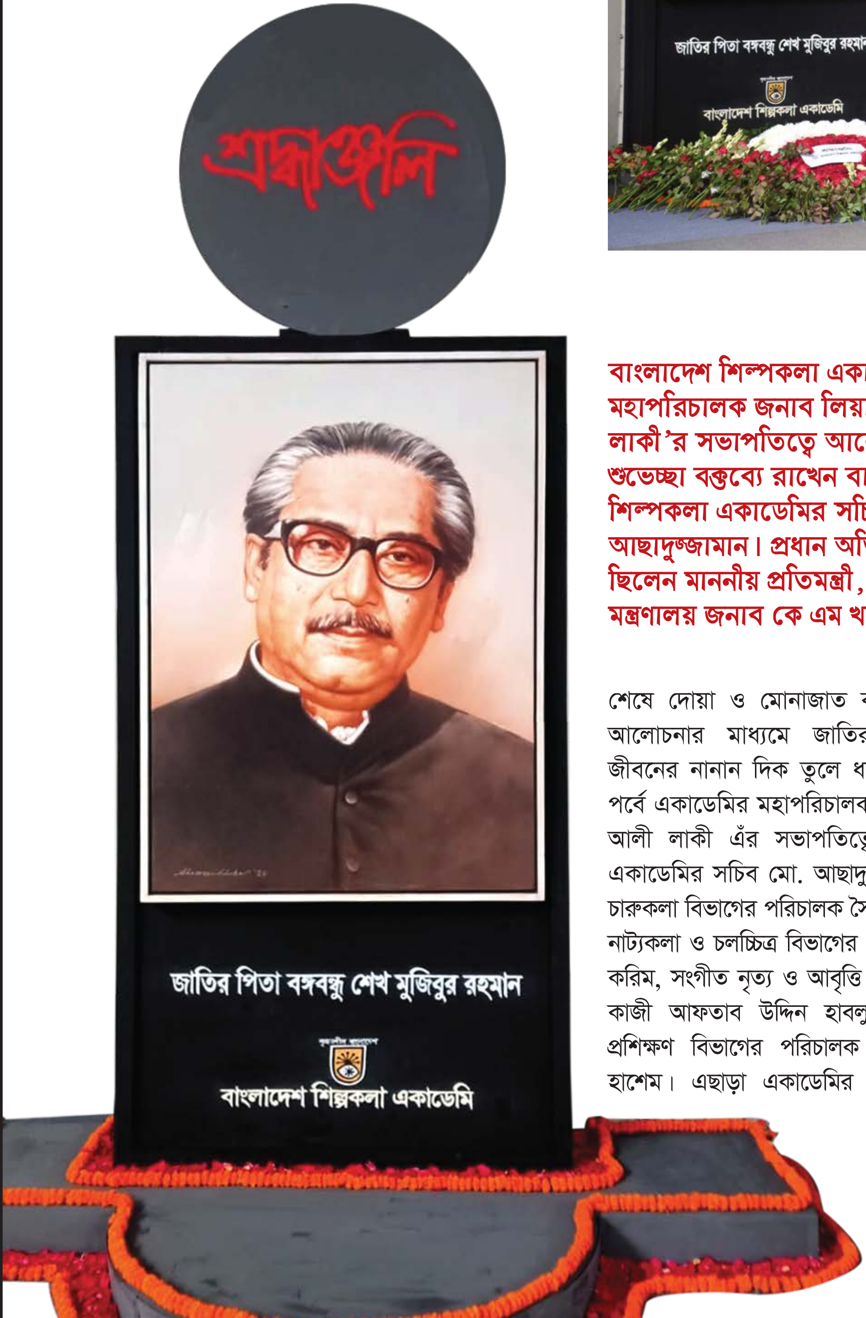

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে আলোচনা পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্যে রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব জনাব মো. আছাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব কে এম খালিদ, এমপি।

এছাড়া সন্ধ্যা ৭:৩০টায় জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। শিল্পী মো. মনিরুজ্জামান-এর বাঁশির করুণ সুরের মধ্য দিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে আলোচনা পর্বে শুভেচ্ছা বক্তব্যে রাখেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব জনাব মো. আছাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জনাব কে এম খালিদ, এমপি। এছাড়াও স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরী। সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ও বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। আলোচক হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর। ১৫ থেকে ২০ আগস্ট রাত ৮টায় অনলাইনে ধারাবাহিকভাবে জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের উপর জেলা শিল্পকলা একাডেমির নির্মিত নাটক প্রচারিত হয়। ১৫ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মিত 'রাজনীতির কবি' নাটকটি প্রচারিত হয়। নাট্যকার কাজল সেন রচিত নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন মোসলেম উদ্দিন সিকদার।

যাত্রাশিল্পীদের মিলনমেলা : শিল্পযাত্রার সূচনা

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ শনিবার বিকাল ৪টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে যাত্রাশিল্পীদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ যাত্রা উন্নয়ন পরিষদ, বাংলাদেশ যাত্রা ফেডারেশন, বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প মালিক সমিতি, যাত্রাশিল্পী, পরিচালক ও সংগঠকদের মিলনমেলায় প্রায় ১০০ জন যাত্রাশিল্পী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি জনাব মিলন কান্তি দে, বাংলাদেশ যাত্রা ফেডারেশনের সাম্মানিক সভাপতি তাপস সরকার ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট হাসান কবির শাহীন, বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প মালিক সমিতির সভাপতি মোশারফ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক স্বপন পান্ডে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এ মান্নান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নির্দেশক ও মালিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রমজান মিয়া, মো. হানিফ, মিতা বেগম, শফিকুল ইসলাম, সুনীল চন্দ্র দাস, গঙ্গা রাণী মন্ডল, মাসুদুল হক বাচ্চু, ওমর ফারুক, বদরুল আলম দুলাল, ফরকান উদ্দিন, মুত্তেস বিশ্বাস, প্রদীপ কিত্তোনীয়া, সুমেন রায় প্রমুখ।

মিলনমেলায় অনলাইনে যুক্ত হন যাত্রাশিল্পের পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। তিনি এই শিল্পের সকলের মেলবন্ধনের প্রশংসা করেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে শিল্পের বিকাশে শৈল্পিক উচ্চতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি একটি জাতীয় যাত্রা উৎসব ও বিভাগীয় যাত্রা উৎসব আয়োজন করা হবে বলে ঘোষণা দেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নতুন ৯৭টি যাত্রা নির্মাণ কর্মসূচি সফল করার জন্য নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন।

অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে যাত্রাবান্ধব মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীকে 'করোনার বিরুদ্ধে যাত্রা' কর্মসূচি প্রণয়ন ও এই শিল্পের সকলকে সৃজনশীল কাজে উজ্জীবিত করার জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ফলে দেশের প্রায় তিন হাজার শিল্পী, কলাকুশলী সক্রিয় ও উপকৃত হবে বলে জানান অংশগ্রহনকারীরা।

দুইমাসব্যাপী ২য় আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স- ২০২১

চারুশিল্পের পাঠ ও আস্বাদনের মধ্য দিয়ে শিল্পবোধের চর্চাকে প্রাণিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের আয়োজনে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২১ শুরু হয় দুই মাসব্যাপী ২য় আর্ট অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স- ২০২১। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ বিকাল ৫টায় একাডেমির চারুকলা ভবনের সেমিনার কক্ষে দুই মাসব্যাপী কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব মো. আসাদুজ্জামান, চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম, কোর্স পরিচালক শিল্পসমালোচক মইনুদ্দিন খালেদ। কোর্স পরিচালিত হয় ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর- ২০২১ প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

পূর্ণিমা তিথিতে মাসিক সাধুসঙ্গের ৩০তম আসর

'মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি, মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' এই ভাবনাকে অন্তরে ধারণ করে শিল্পগুরু ঋদ্ধিমান লিয়াকত আলী লাকী জাতীয় পর্যায়ে লালন চর্চার ধারাবাহিকতা, প্রচার ও প্রসারের জন্য অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০১৮ সাল থেকে লালন গবেষক, প্রাজ্ঞ বাউল সাধক, বাউলশিল্পী, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাবিদদের অংশগ্রহণে প্রতি মাসের

পূর্ণিমা তিথিতে বাউলকুঞ্জ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজন করে 'সাধুমেলা'।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বিকাল ৫টায় সাধুমেলার ৩০তম আসর অনুষ্ঠিত হয় বাউলকুঞ্জ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন সোহাইলা আফসানা ইকো, পরিচালক, প্রযোজনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সমন্বয়কারী ও সঞ্চালনায় ছিলেন শিল্পী সরদার হীরক রাজা। সাঁইজির ভাববাণী পরিবেশন করবেন শিল্পী কিরণ চন্দ্র রায়, লতিফ শাহ, সমির বাউল, আকলিমা বাউল, বিমল চন্দ্র দাস, জহুরা ফকিরানী, বাউল শাহাবুল, দিতি সরকার, নয়ন শীল, রোখসানা রুপসা এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বাউল দল।

আরো উপস্থিতি ছিলেন, সোহরাব হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন; বরেণ্য চিত্রশিল্পী শহীদ কবির, ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক মো. শহিদুল ইসলাম, লালন গবেষক ড. আবু ইসহাক হোসেন, একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক সোহাইলা আফসানা ইকো এবং উজ্জ্বল উপস্থিতি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী

ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ৩নং গ্যালারিতে আয়োজন করা হয় 'বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী।'

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সকাল ১০.৩০টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে প্রদর্শনীটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা ছিল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত শ্রী বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মো. আবুল মনসুর।

আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় 'আলো আমার আলো' ও 'চল বাংলাদেশ' গানে জয়দ্বীপ পালিত এর কোরিওগ্রাফির সাথে নৃত্য পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিশু নৃত্যদল। লিয়াকত আলী লাকী এর ভাবনা ও পরিকল্পনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ পরিবেশন করেন নৃত্যালেখ্য 'গঙ্গা ঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ'। নৃত্যালেখ্য'র কোরিওগ্রাফি করেছেন সোমা গিরি, ইয়াসমিন লাবণ্য ও ইমন আহমেদ। 'বিপুল তরঙ্গরে' এবং বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি তিনটি ভাষায় 'আমরা করবো জয়' গানটি পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পীবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল প্রদর্শনী দুই দেশের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবন ও উত্তরাধিকারের অনন্য বিষয়কে উপস্থাপন করছে। ভারত- বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে মুজিববর্ষ ও মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী এবং ভারত বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে প্রদর্শনীটি আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি. তারিখে ভারত-বাংলাদেশ ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনে প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন।

ডিজিটাল মাধ্যমের এই প্রদর্শনীটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রদর্শনী গ্যালারিতে এবার জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পক্ষকালব্যাপী আয়োজিত প্রদর্শনী প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলের জন্য ছিল উন্মুক্ত।

২৪তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী- ২০২১ পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ২৪তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী- ২০২১ এর পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পকর্ম মূল্যায়ন হয় শিল্পপ্রেমী দর্শকদের দৃষ্টিকোন থেকে। আর প্রদর্শনী ছাড়া দর্শকদের সামনে শিল্পকর্ম উপস্থাপন করা শিল্পীদের পক্ষে সম্ভব নয়। খুব কম সংখ্যক শিল্পীই নিজের একক প্রদর্শনী আয়োজন করতে পারেন কারণ, তা ব্যয়বহুল। কাজটিকে সহজলভ্য করার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজন করে থাকে।

এ বছর ২৪তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২১-এর নীতিমালা অনুযায়ী ২১ বছরের উর্ধ্বে বাংলাদেশের ৭৮৬ জন শিল্পীর সহস্রাধিক শিল্পকর্মের আবেদন জমা পড়ে। শিল্পকর্ম নির্বাচকমন্ডলী বিভিন্ন মাধ্যমের ৩২৩ জন শিল্পীর ৩৪৭টি শিল্পকর্ম নির্বাচন করেন। নির্বাচিত এ সকল শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে চিত্রকলা ১৫৭টি, ছাপচিত্র ৫৩টি, আলোকচিত্র ১৭টি, ভাস্কর্য ৪৭টি, প্রাচ্যকলা ১০টি, মৃৎশিল্প ৭টি, কারুশিল্প ২০টি, গ্রাফিক ডিজাইন ৫টি, স্থাপনাশিল্প ১৮টি, নিউ মিডিয়া আর্ট ৭টি, পারফরমেন্স আর্ট ৬টি। শিল্পকর্ম নির্বাচন কমিটির সদস্যরা ছিলেন শিল্পী মামুন কায়সার, শিল্পী মাহমুদা বেগম, শিল্পী মো. মুছলিম মিয়া, শিল্পী স্বপন কুমার সিকদার এবং শিল্পী ফারুক আহাম্মদ মোল্লা।

এবছরই ২৪তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী ২০২১ এ প্রত্যেকটি মাধ্যমে একটি করে মোট ১১টি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন, স্থাপনাশিল্প শিল্পী মো. ইমতিয়াজ ইসলাম, চিত্রকলায় শিল্পী রুহুল করিম রুমী, ছাপচিত্র শিল্পী আনিসুজ্জামান, ভাস্কর্য শিল্পী কনক কুমার পাঠক, প্রাচ্যকলায় শিল্পী সুশান্ত কুমার অধিকারী, কারুশিল্পে শিল্পী সামিয়া আফরিন, মৃৎ শিল্পে শিল্পী মো. রবিউল ইসলাম, গ্রাফিক ডিজাইনে শিল্পী আল মঞ্জুর এলাহী, আলোকচিত্রে শিল্পী মো. আল ইয়াছা ইরফান উদ্দিন, পারফরমেন্স আর্টে শিল্পী ইফাত রেজোয়ানা রিয়া, নিউ মিডিয়া আর্টে শিল্পী জিহান করিম। সকল মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ‘২২তম নবীন শিল্পী চারুকলা পুরস্কার ২০২০’ পেয়েছেন সোমা সুরভী জান্নাত (শিল্পকর্ম: ‘আদিকথা’),

উল্লেখ্য যে, মাধ্যমভিত্তিক প্রতিটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য এক লক্ষ টাকা এবং সকল মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য দুই লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া একটি মেডেল, একটি ক্রেস্ট ও একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সঙ্গে প্রদান করা হয় পাঁচটি সম্মানসূচক পুরস্কার। প্রতিটির মূল্যমান পঞ্চাশ হাজার টাকা। সাথে ছিল স্পন্সরশীপ পুরস্কার। পুরস্কার নির্বাচনের জন্য জুরি কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ ছিলেন শিল্পী আব্দুল মান্নান, শিল্পী আবুল বারক্ আলভী, শিল্পী ড. ফরিদা জামান, শিল্পী ড. মোস্তফা শরীফ আনোয়ার, শিল্পী সৈয়দা মাহবুবা করিম, শিল্পী মোস্তফা জামান।

শিল্পকর্ম মূল্যায়ন হয় শিল্পপ্রেমী দর্শকদের দৃষ্টিকোন থেকে। আর প্রদর্শনী ছাড়া দর্শকদের সামনে শিল্পকর্ম উপস্থাপন করা শিল্পীদের পক্ষে সম্ভব নয়। খুব কম সংখ্যক শিল্পীই নিজের একক প্রদর্শনী আয়োজন করতে পারেন কারণ, প্রকৃতপক্ষে তা ব্যয়বহুল। আর এই কাজটিকে সহজলভ্য করার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজন করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র জন্মদিন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ দেশব্যাপী আয়োজন করা হয় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। সকাল ১১টায় জাতীয় চিত্রশালায় ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিশু-কিশোরের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। ঢাকা মহানগর এবং দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণকারীদের চিত্রকর্ম বাছাই করে পরবর্তীতে পুরস্কার বিতরণ এবং প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ৭৫জন বরেণ্য ও বিশিষ্ট নারী শিল্পীর অংশগ্রহণে 'শেখ হাসিনা: বিশ্বজয়ী নন্দিত নেতা' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আর্টক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র ভাবনা ও পরিকল্পনায় দুই দিনব্যাপী আর্টক্যাম্পে শিল্পী ফরিদা জামান, শিল্পী নাইমা হক, শিল্পী রোকেয়া সুলতানা, শিল্পী কুহু প্লামনডন, শিল্পী কনক চাঁপা চাকমা, শিল্পী আইভি জামান, শিল্পী ফারজানা আহমেদ শান্তা, শিল্পী সীমা ইসলাম, শিল্পী জয়া শাহরিন হক এবং শিল্পী সৈয়দা মাহবুবা করিম (মিনি করিম)সহ ৭৫জন নারী শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র জন্মদিন উপলক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী আর্টক্যাম্পের চিত্রকর্ম নিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখ থেকে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার ১ নং গ্যালারিতে মাসব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

আর্টক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী বরেণ্য শিল্পী এবং শিশু-কিশোরদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। প্রদর্শনীতে ৪৩/৩২ ফুট দৈর্ঘ্যের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্ববৃহৎ প্রতিকৃতি অংকন করা হয়। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

এছাড়াও ২০ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্মময় জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে অনলাইনে ৮দিনব্যাপী আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিনে সারাদেশ থেকে ছয়শতাধিক শিশু ও সংস্কৃতি কর্মীদের ১ মিনিটের শুভেচ্ছা ভিডিও নির্মাণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭৫টি ভিডিও একাডেমির ফেসবুক পেজে প্রচার করা হয়েছে এবং বাকি ভিডিও পর্যায়ক্রমে একাডেমির ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার করা হবে।

সন্ধ্যা ৬.৩০টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে শিশুদের অংশগ্রহণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুরুতেই ৭৫জন শিশু ৭৫টি মোম প্রজ্জ্বালন করে মঞ্চে প্রবেশ করে এবং শিশুদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের কেক কাটা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিশু সংগীত দল পরিবেশন করে 'আনন্দ লোকে, শুকনো পাতার নুপুর পায়ে, ধন্য মুজিব ধন্য এবং আমি ধন্য হয়েছি'।

৭৫জন কবির ৭৫টি কবিতা নিয়ে 'মানবতার জননী শেখ হাসিনা : নিবেদিত পঙক্তিমালা' শিশুদের নিয়ে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী। একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী সাব্বির জামান 'বাংলার মানুষের নয়নের মণি', শিল্পী হোমায়রা বশির 'উষার আলোর পূর্বের আকাশ হলো রঙিন', শিল্পী রন্টি দাস 'রাষ্ট্রনায়ক নেত্রী মোদের বড়ই দীপ্তিময়', শিল্পী আবু বকর সিদ্দিক 'বাংলার দুলালী শেখ হাসিনা মুছে ফেল অশ্রুধারা', শিল্পী রোমানা ইসলাম 'যখন দিন দুপুরে নেমে এলো কালো আধার ঘিরে', শিল্পী শফি মণ্ডল 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'। কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠ করেন ঝর্ণা রহমান। আবৃত্তি করেন শিল্পী ডালিয়া আহমেদ এবং মাহিদুল ইসলাম মাহি। 'আইজ কেন মোর প্রাণ সজণী গো' গানে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ। আলো আমার আলো এবং চলো বাংলাদেশ গানের কথায় সমবেত সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমির শিশু সংগীত ও নৃত্য দল। সমবেত বাউল সংগীত পরিবেশন করে একাডেমির বাউল দল। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশন করে ক্যাপ ডান্স, দিয়াবো ব্যালেন্স, গ্রুপ সাইকেল ব্যালেন্স, রিং ডান্স, হাড়ি ও লাঠি ব্যালেন্স, ল্যাডার ব্যালেন্স, এরিএন হুপ এবং সৌদিয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাহিদ রেজা নূর ও অনামিকা আজমি।

‘শেখ রাসেল দিবস’ ২০২১ উপলক্ষ্যে
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির দিনব্যাপী কর্মসূচি

‘শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর ৫৮তম জন্মদিনে ১৮ অক্টোবর প্রথম বারের মতো যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে ‘শেখ রাসেল দিবস’ ২০২১। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ১৮ অক্টোবর, ২০২১ দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করেছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ৯টায় একাডেমিতে স্থাপিত শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে একাডেমির মহাপরিচালক, সচিব ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সকাল ১১টায় জাতীয় চিত্রশালার ভাস্কর্য গ্যালারিতে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ঢাকা মহানগর অঞ্চলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে আলোচনা পর্ব শেষে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে প্রদান করা হয় সনদপত্র, বই ও কালার বক্স। ‘ক’ গ্রুপে ৫-৮বছরের প্রতিযোগিদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন সুয়াইদ তাজওয়ার, আরিফা রহমান আকাশী ও মো. সাইফুল্লাহ সিয়াম। ‘খ’ গ্রুপে ৯ থেকে ১২ বছরের প্রতিযোগিদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন আনিশা সান্তনি, নূর তাজ চেতনা, উজ্জয়িনী দাস। ‘গ’ গ্রুপে ১৩ থেকে ১৮ বছরের প্রতিযোগিদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন জায়না আলম পিয়া, মুনতাকা ইসলাম, সানজিদা তাবাচ্ছুম।

সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে শুরু হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. আবুল মনসুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সবিহা পারভীন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান। বক্তব্য প্রদান করেন শিশুবক্তা পুস্পিতা বেপারী, তৃদীব সরকার, তাহফীম যুনাইরা আনশি। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করছেন একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক সোহাইলা আফসানা ইকো। সঞ্চালনায় ছিলেন মৌসুমি মৌ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ এর যৌথ উদ্যোগে এবারই প্রথম বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শেখ রাসেল পদক প্রদান করা হয়। তাদের মধ্য থেকে ২জন শিশু শিল্পী যারা শিল্পকলা, সাহিত্যে ও সংস্কৃতি বিভাগে শেখ রাসেল পদকপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদেরকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়।

শিশু শিল্পীদের বিভিন্ন পরিবেশনা দিয়ে সাংস্কৃতিক পর্বটি সাজানো হয়েছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শিশু সংগীত দল ও নৃত্য দলের সমবেত সংগীত ও সমবেত নৃত্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। গীতিকার রনক রায়হান এবং ইবনে রাজনের সুর ও সংগীত পরিচালনা ‘শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিন’ গানের সঙ্গে ইয়াসমিন আলীর কোরিওগ্রাফিতে অনিক বোস-এর নৃত্য পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশ করেন স্পন্দন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনায় ছিলো ক্যাপ ডান্স, দিয়াবো ব্যালেন্স, সাইকেল ব্যালেন্স, রিংডান্স, হাড়ি ও লাঠি ব্যালেন্স, ল্যাডার ব্যালেন্স। একক সংগীত পরিবেশন করেন শিশু শিল্পী বিপ্রজিৎ সরকার-‘শুভ শুভ জন্মদিন শেখ রাসেলের জন্মদিন’। সমির বাউলের কথা ও সুরে ‘শেখ রাসেলকে নিয়ে তোমরা গাইছো গান’ পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী আবির। ‘রাসেল আমাদের বাংলাদেশ’ একক সংগীত পরিবেশন করেন লিউনা তাসনিম সাম্য। ‘আমি এখনও দেখি শেখ রাসেলের কান্না’ সংগীত পরিবেশন করেন তৌকি ইয়াসির আয়মান। ‘বঙ্গমাতার কোলে ছোট্ট শিশু’ একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী তানজীম বিন তাজ প্রত্যায়। কবিতা আবৃত্তি করেন নুসাইবা হাসিন অংকন ও তামিম আহমেদ বৃন্ত।

মাসব্যাপী ৫ম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন

২৯ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ‘৫ম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী’র উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বিকাল ৪টায় প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর এবং বরেণ্য ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান এবং শিল্পী অলক রায়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সৈয়দা মাহবুবা করিম (মিনি করিম)। আলোচনা শেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীরা ‘শুভেচ্ছা ভালোবাসা’ সমবেত নৃত্য পরিবেশন করেন। নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন লিয়াকত আলী লাকী ও স্নাতা শাহরিন। পরিবেশনা শেষে অতিথিরা গ্যালারিতে ফিতা কেটে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশে ভাস্কর্য শিল্পের চর্চা ষাট বছরেরও অধিক সময় অতিক্রম করেছে। বিগত শতকের পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে নভেরা আহমেদের মাধ্যমে এদেশে আধুনিক ভাস্কর্য চর্চার সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে ষাট দশকের প্রথমার্ধে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সহচর্যে শিল্পী আবদুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে ঢাকার তৎকালীন চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ভাস্কর্যের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা আরম্ভ হয়, যা বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি মৃৎশিল্প ও অন্যান্য শিল্প মাধ্যমের অনেকেই ভাস্কর্য চর্চা করছেন। দেশে বর্তমানে একটি সমৃদ্ধ ও সক্রিয় ভাস্কর্য শিল্পীগোষ্ঠীর উপস্থিতি রয়েছে।

শিল্পীদের অনেকেই বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাৎপর্যপূর্ণ ভাস্কর্য তৈরি করেছেন। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় ভাস্কর্য সম্পর্কে জনমানসে এখনও অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। শক্তিমান এই শিল্প মাধ্যমটির সুরক্ষা, বিকাশ ও বিস্তৃতির কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয়, নবীন ও এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর পাশাপাশি আলাদাভাবে জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ধারাবাহিকভাবে ভাস্কর্য চর্চায় উৎসাহ, বিকাশমান চর্চার সুরক্ষা ও বিস্তারে সহায়তা

১৫ নভেম্বর - ১৪ ডিসেম্বর ২০২১

প্রদান করার লক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে প্রথম এবং ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৩১ বছর বিরতির পর ২০১৪ সালে তৃতীয় জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী এবং ২০১৮ সালে ৪র্থ ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর পঞ্চমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী। এবারের প্রদর্শনীতে সারাদেশ থেকে ২১ বা তদুর্ধ বয়সী ১৩৫ জন শিল্পীর মোট ২৫৪টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য জমা পড়ে। নির্বাচকমণ্ডলী বাছাই করে ১০৭ জন শিল্পীর মোট ১১৪টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচন করেন। এছাড়া ১৬ জন আমন্ত্রিত এবং প্রয়াত ৫ জন পথিকৃৎ ভাস্করের একটি করে ভাস্কর্যও এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হবে। এছাড়া স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য কর্ণার তৈরি হয়।

১৬ জন আমন্ত্রিত ভাস্কর হলেন- ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান, ভাস্কর অলক রায়, ভাস্কর শামীম শিকদার, ভাস্কর আইভি জামান, ভাস্কর মজিবুর রহমান, ভাস্কর রাশা, ভাস্কর মাহবুব জামাল শামিম, ভাস্কর সাইদুল হক জুইস, ভাস্কর শেখ সাদি ভূইয়া, ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী, ভাস্কর চৌধুরী জাহানারা পারভীন, ভাস্কর রেজাউজ্জামান রেজা, ভাস্কর মোস্তফা শরীফ আনোয়ার তুহিন, ভাস্কর মাহবুবুর রহমান, ভাস্কর প্রণবমিত্র চৌধুরী, ভাস্কর মুকুল কুমার বাড়ৈ, ভাস্কর নাসিমা হক মিতু। প্রয়াত ৫ জন পথিকৃত ভাস্কর হলেন- ভাস্কর আবদুর রাজ্জাক, ভাস্কর আনোয়ার জাহান, ভাস্কর নিতুন কুণ্ডু, ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী।

ইতিপূর্বে আয়োজিত জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীতে ৫জন শিল্পীকে পুরস্কার দেওয়া হলেও এ বছর ১৩ জন শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার হিসেবে ছিল ৫ম জাতীয় ভাস্কর্য পুরস্কার-২০২১ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ১টি যার মূল্যমান ২লক্ষ টাকা, ২য় পুরস্কার ১টি যার মূল্যমান ১লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ৩য় পুরস্কার ১টি যার মূল্যমান ১ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ১০টি সম্মানসূচক পুরস্কার যার প্রতিটির মূল্যমান ৫০ হাজার টাকা। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে একটি ক্রেস্ট ও একটি সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৫ম জাতীয় ভাস্কর্য পুরস্কার- ২০২১ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন শিল্পী বিজন হালদার, ২য় পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পী আসমাউল হুসনা মারিয়া, ৩য় পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পী দিনার সুলতানা পুতুল এবং ১০টি সম্মানসূচক পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পী লাকী ওসমান, শিল্পী সাগর দে, শিল্পী মোর্শেদ জাহাঙ্গীর, শিল্পী সিগমা হক অঙ্কন, শিল্পী সুমন বর্মন, শিল্পী সৈয়দ তারেক রহমান, শিল্পী জয়তু চাকমা, শিল্পী মোহাম্মদ সামিউল আলম, শিল্পী ইসরাত জাহান তন্নী, শিল্পী ইউসুফ স্বাধীন।

প্রদর্শনীর বিস্তারিত তুলে ধরতে ২৮ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বেলা ১২টায় জাতীয় চিত্রশালা সেমিনার কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন হয়। সম্মেলনে প্রদর্শনীর বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান, চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম ও উপপরিচালক মোস্তাক আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার গ্যালারিতে প্রদর্শনী ছিল ২৯ নভেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ, প্রতিদিন সকাল ১১টা (শুক্রবার বিকাল ৩টা) থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

শিল্পকলা একাডেমিতে সপ্তাহব্যাপী যাত্রা উৎসব

যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা- ২০১২ বাস্তবায়ন ও যাত্রাদল নিবন্ধনের লক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৭ থেকে ১৩ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার হলে ১৩তম যাত্রা উৎসব- ২০২১ আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৮.৩০টা পর্যন্ত ৩৮টি যাত্রাদল নির্ধারিত সময়ে যাত্রাপালা মঞ্চায়ন করে।

৭ ডিসেম্বর বেলা ৩টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার হলে মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী দিনে যাত্রা পালা গুনাই বিবি (বরিশাল), কলির ভগবান আসছে (পিরোজপুর), কাজল রেখা (ময়মনসিংহ), রক্ত দিয়ে কেনা বাংলার স্বাধীনতা (ঝালকাঠি), মেঘে ঢাকা তারা (সাতক্ষীরা) মঞ্চস্থ হয়।

বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এম আব্দুল্যাহেল বাকী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আক্তার উননেছা শিউলী, আইন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এস মোহাম্মদ আলী, বাংলা একাডেমির উপপরিচালক

আমিনুর রহমান সুলতান, যাত্রা ব্যক্তিত্ব তাপস সরকার ও মিলন কান্তি দে।

৮ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় যাত্রাপালা আলোমতি (বরগুনা), বিদ্রাহী বুড়িগঙ্গা (পিরোজপুর), বাপারী মহিষা সুর মর্দিনী (গোপালগঞ্জ), রক্তিম সূর্য (বাগেরহাট), কমলার বনবাস (জামালপুর) ও মেঘে ঢাকা তারা (খুলনা)।

যাত্রাশিল্প উন্নয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যরা যাত্রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যাত্রাপালা মূল্যায়ন করে থাকেন এবং তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে যাত্রাদলগুলোকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। যাত্রাশিল্প উন্নয়ন কমিটির সম্মাণিত সদস্যরা হলেন- জ্যোৎস্না বিশ্বাস, আফসানা করিম, তাপস সরকার, মিলন কান্তি দে, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ, রামেন্দু মজুমদার, ড. ইস্রাফিল শাহীন, ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ড. তপন বাগচী, ড. আমিনুল ইসলাম, ইউসুফ হাসান অর্ক, তামান্না হক সিগমা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১জন করে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতোমধ্যে ১২টি যাত্রা উৎসবের মাধ্যমে ১৩০টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন প্রদান করে এবং ১২টি যাত্রাদলকে বিভিন্ন অভিযোগে নিবন্ধন বাতিল করে।

১৩তম যাত্রা উৎসব ২০২১ এ অংশগ্রহণকারী সকল যাত্রাপালাগুলি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজন

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি শহিদ স্মরণে স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও দেশের গানের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ও রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল ৮টায়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দুই স্থানেই শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন।

মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী স্মরণ, মফিজুর রহমান, জয়া দাস, মোমিন বিশ্বাস, মিমি আলাউদ্দিন, শিল্পী বিশ্বাস। কবিতা পাঠ করেছেন কবি আসাদ মান্নান, কবি আসলাম সানি, কবি হাসান হাফিজ, কবি জাহিদুল হক, কবি নাসির আহমেদ, কবি আমিনুর রহমান সুলতান। আবৃত্তি করেন ডালিয়া আহমেদ, আশরাফুল আলম, মাহিদুল ইসলাম মাহি, রূপা চক্রবর্তী, অনন্যা লাবনী পুতুল, মজুমদার বিপ্লব। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মিজানুর রহমান সজল এবং সমন্বয় করেছেন একাডেমির সহকারী পরিচালক খন্দকার ফারহানা রহমান।

রায়ের বাজার বধ্যভূমি অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল, স্মরলিপি, মাইনুল আহসান, মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া, আলভী, উপমা, অরুন চৌধুরী, সুরাইয়া আক্তার সুবর্ণা। কবিতা পাঠ করেন কবি তপন বাগচী, কবি সৈকত হাবিব, কবি শিহাব শাহরিয়ার, কবি আসাদুল্লাহ, কবি টোকন ঠাকুর, কবি মাহবুব কবির, কবি সৌম্য সালেক। আবৃত্তি করেছেন লায়লা আফরোজ, মীর বরকত, গোলাম সারোয়ার, আসলাম শিহির, কাজী মাহতাব সুমন, নায়লা তারান্নুম কাকলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আহসান উল্লাহ্ তমাল এবং অনুষ্ঠান সমন্বয় করেন কবি সৌম্য সালেক।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯১তম জন্মবার্ষিকীতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা পুরস্কার প্রদান

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২১ সারা দেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। সভাপতি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ আয়োজিত ৮ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব-এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ২০২১ আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় দেশব্যাপী প্রায় ৮ হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সমন্বয়ে গঠিত বিচারকদের মাধ্যমে বিচারকার্য সম্পন্ন হয়। ৯ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে ফলাফল প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিভাগে ৭২ জন প্রতিযোগী পুরস্কার অর্জন করে।

প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিভাগে ১ জন- শ্রেষ্ঠ, ১০ জন- সম্মান এবং ২৫ জন বিশেষ প্রবন্ধ অর্থাৎ দুই বিভাগে মোট ৭২ জন পুরস্কার অর্জন করেন। পুরস্কার বিজয়ী ৭২ জন ছাড়াও সকল অংশগ্রহণকারীকে সনদপত্র (Certificate of Participation) প্রদান করা হয়।

একাডেমির নৃত্যদল ও অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিবেশনা দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

৬৪ জেলায় গণহত্যার পরিবেশ থিয়েটার মঞ্চায়ন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশজুড়ে প্রতিটি জেলায় প্রদর্শিত হচ্ছে গণহত্যা পরিবেশ থিয়েটার। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকীর ভাবনা ও পরিকল্পনায় দেশের বরেণ্য নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতাদের অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হয়েছে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ।

সন্ধ্যা ৬.৩০ মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে দেশব্যাপী এই নাট্যযজ্ঞের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নাট্যজন লিয়াকত আলী লাকী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব ফরহাদ

হোসেন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার জনাব মো. রাফিউল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

সন্ধ্যা ৭টায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয় নাটক 'বোধন'। মো. মেহেদি তানজিরের রচনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি রেপার্টরি নাট্যদলের শিল্পীরা নাটকটি পরিবেশন করেন।

নাটক সম্পর্কে ভাবনা ও প্রয়োগ প্রতিক্রিয়ায় নাট্যকার ও নির্দেশক মো. মেহেদী তানজির বলেন, 'বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য মানুষের রক্তের স্মৃতি বিরাজ করছে। বলতে গেলে পুরো দেশটাই গণহত্যার স্মৃতি বহন করছে। ঐতিহাসিক মেহেরপুরের ইতিহাস তেমনি গভীর। পাক হানাদারদের জুলুম আর নৃশংস হত্যার স্মৃতি বহন করছে এই অঞ্চলের প্রতিটি ইট, প্রতিটি মানুষের হৃদয়। যদিও হৃদয়ের গভীরে থাকা স্মৃতি আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কথা সর্বস্ব হয়ে আছে। স্মৃতির গভীরে থাকা রক্তক্ষরণ নতুন প্রজন্মকে যথাযথভাবে নাড়া দেয় না বলেই অন্যায়, দুর্নীতি আজ দৈনন্দিন ঘটনা। এই পরিবেশনায় কোনো গবেষকের গবেষণা ফল উপস্থাপন করা মুখ্য নয়। প্রত্যক্ষদর্শী, জুলুমের শিকার, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বয়ান ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা হয়েছে মেহেরপুর সরকারি কলেজের আবহে।

'আমাদের জন্য এটা একটা সৌভাগ্য। মুজিববর্ষের পরপরই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা সারাদেশে মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাচ্ছি বধ্যভূমি পরিবেশ থিয়েটার নিয়ে। শিল্পের সব শাখাই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাজ করেছে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর যে গণহত্যারও পঞ্চাশ বছর তা এই পরিবেশ থিয়েটারের মাধ্যমে দেশব্যাপী তুলে ধরতে চাই। শিল্প-সাহিত্য ইতিহাসকে সজীব রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। সারাদেশে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা গণহত্যা-বধ্যভূমি তথা মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করতে চাই।'

- লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

'বোধন' ইতিহাসের বয়ানকে অতিক্রম করে অনুধাবনের পর্যায়ে পৌঁছাতে চায়। এই পরিবেশনার অংশ হলো দর্শক, অভিনেতা, নির্দেশক এবং নেপথ্যে কাজ করা প্রত্যেকেই। সংলাপ যেখানে অর্থ হারায় অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি সেখানে ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। মেহেরপুর সরকারি কলেজের স্মৃতি বিজড়িত পরিবেশ এই পরিবেশ থিয়েটারে মূল উপজীব্য। এই পরিবেশে একজন অংশগ্রহণকারীও যদি অতীত আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন চর্চায় প্রয়োগ ঘটাতে পারে তখনই এই পরিবেশনা স্বার্থক বলে গণ্য হবে। অতীতকে ভুলে ভবিষ্যৎ নির্মিত হতে পারে না।'

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নাট্যজন লিয়াকত আলী বলেন, 'আমাদের জন্য এটা একটা সৌভাগ্য। মুজিববর্ষের পরপরই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা সারাদেশে মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাচ্ছি বধ্যভূমি পরিবেশ থিয়েটার নিয়ে। শিল্পের সব শাখাই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাজ করেছে, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর যে গণহত্যারও পঞ্চাশ বছর তা এই পরিবেশ থিয়েটারের মাধ্যমে দেশব্যাপী তুলে ধরতে চাই। শিল্প-সাহিত্য ইতিহাসকে সজীব রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। সারাদেশে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা গণহত্যা-বধ্যভূমি তথা মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে শৈল্পিকভাবে পৌঁছাতে চাই।'

স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার প্রদান

করোনা মহামারি সংকটের মধ্যেও অনলাইনে নিয়মিত উৎসব ও প্রদর্শনী আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। 'তৃতীয় বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১' এ বছরের আয়োজনগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও নির্মল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনীর গুরুত্ব অনুধাবন করেই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তৃতীয়বারের মতো উৎসবটি আয়োজন করেছে। ১৮-২৫ জুন ২০২১ আট দিনব্যাপী 'তৃতীয় বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১' অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের উৎসবটি উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রকার 'হীরালাল সেন'কে উৎসর্গ করা হয়।

স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উভয় ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ১১টি বিভাগে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য কাহিনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে : শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হয়েছে সারা বিনতে আফজল নির্মিত 'আশ্রয়'; 'শব্দের ভেতর ঘর' চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা হয়েছেন ফুয়াদুজ্জামান ফুয়াদ; বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে মেহেদী হাসান শামীম নির্মিত 'দ্যা ক্রিমেশন' এবং অপরাজিতা সংগীতা নির্মিত 'রিভোল্ট' (দ্রোহ)

প্রামাণ্য চলচ্চিত্রে ক্ষেত্রে : শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা এই দুই বিভাগেই পুরস্কৃত হয়েছে মো. রাসেল রানা নির্মিত 'হাউসের ধুয়া'; বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে ফরিদ আহমদ নির্মিত 'আনতারা'। অন্যান্য ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে : শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রহণের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে ফুয়াদুজ্জামান ফুয়াদ নির্মিত 'শব্দের ভেতর ঘর'; শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা ও শ্রেষ্ঠ শব্দ পরিকল্পনা দুই বিভাগেই মো. রাসেল রানা নির্মিত 'হাউসের ধুয়া'; শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা পরিকল্পনা মেহেদী হাসান শামীম নির্মিত 'দ্যা ক্রিমেশন'।

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ১ লাখ ২৫ হাজার, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা ১ লাখ এবং বিশেষ জুরি পুরস্কার ৫০ হাজার, শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রহণ ২৫ হাজার, শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা ২৫ হাজার, শ্রেষ্ঠ শব্দ পরিকল্পনা ২৫ হাজার, শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা পরিকল্পনায় ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সারাদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রায় ৪০০টি চলচ্চিত্র থেকে উৎসব উপলক্ষ্যে গঠিত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বাছাই কমিটি ১১৯টি চলচ্চিত্র (৮১টি কাহিনি চলচ্চিত্র ও ৩৮টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র) উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য বাছাই করেন।

চলচ্চিত্র নির্মাতা সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী-কে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি জুরি কমিটি চলচ্চিত্রগুলোর মধ্য থেকে পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন- চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষক ফরিদুর রহমান, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা জাহিদুর রহমান অঞ্জন, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা অমিতাভ রেজা চৌধুরী, কমিটির সদস্য সচিব একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক আফসানা করিম।

২৭ ডিসেম্বর, ২০২১ সন্ধ্যা ৬.৩০টায় জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে উৎসবের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সচিব মো. আবুল মনসুর, বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী, চলচ্চিত্র নির্মাতা সাজ্জাদ জহির, চলচ্চিত্র নির্মাতা জাহিদুর রহিম অঞ্জন। সভাপতিত্ব করেছেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী, স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমি নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক আফসানা করিম।

উৎসবের চলচ্চিত্র সিলেকশন কমিটির সদস্যরা হলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র গবেষক অনুপম হায়াৎ, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা সাজ্জাদ জহির, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ও চিত্রগ্রাহক রাকিবুল হাসান, চলচ্চিত্র সমালোচক ও চিত্রনাট্যকার সাদিয়া খালিদ রীতি এবং শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের সহকারি পরিচালক চাকলাদার মোস্তাফা আল মাসুদ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্রের উন্নয়নে নানামুখী কাজ করে চলছে। ২০১৫ ও ২০১৭ সালে দু'বার ৬৪টি জেলায় একযোগে 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন, ২০১৬ ও ২০১৮ সালে ৬৪টি জেলায় 'বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন, ২০১৭ সালে দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় 'বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব' আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৬৪টি জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ফিল্ম সোসাইটি গঠনের উদ্যোগও নেওয়া হয়।

পুরস্কার বিতরণ শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় নৃত্য পরিচালক জয়দ্বীপ পালিত এর পরিচালনায় 'বিপুলও তরঙ্গ রে' এবং নৃত্য পরিচালক ফিফা চাকমার পরিচালনায় 'আজ কেনো মোর প্রাণ সজনী গো' গানের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে একাডেমির নৃত্যদল। একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক শিল্পীদের পরিবেশনায় অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবসে
শিল্পকলা একাডেমির আয়োজন

বর্ণিল অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দেশাত্ববোধক ও বাউল সংগীত পরিবেশনা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও আর্ট ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এসময় একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীসহ একাডেমির কর্মচারীবৃন্দ স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করেন পুলক হাসান, বাঁধন, শাহনাজ বেলী, তানিয়া নাহিদ, লেলিন, রিনা আমিন, আবু বকর সিদ্দিক, ফাহমিদা আলম, রাফি তালুকদার, সোহান, হিমাদ্রী, সুচিত্রা রাণী সূত্রধর ও মোহনা। বাউল সংগীত পরিবেশন করেন একাডেমির বাউল সংগীত দলের শিল্পীরা।

স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কবি সৈকত হাবিব , কবি আসাদুল্লাহ, কবি সৌম্য সালেক, কবি আমিনুর রহমান সুলতান। শামীমা চৌধুরী এলিস, ইকবাল খোরশেদ, শাহাদাত হোসেন নিপু, মাসকুরে সাত্তার কল্লোল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন তামান্না তিথি এবং মজুমদার বিপ্লব।

বিকাল সাড়ে ৪টায় একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় সংসদ ভবনের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পরিচালিত শপথ গ্রহণ করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বর্ণিল অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দেশাত্ববোধক ও বাউল সংগীত পরিবেশনা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, অ্যাক্রোবেটিক প্রদর্শনী, শিশু চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও আর্ট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির
'শেখ রাসেল দিবস' উদযাপন- ২০২১

জেলা শিল্পকলা একাডেমির, গোপালগঞ্জ

চাঁদপুর
'শেখ রাসেল দিবস' পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন 'শেখ রাসেল দিবস' ১৮ অক্টোবর, ২০২১ জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁদপুর যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৮টায় চাঁদপুর স্টেডিয়ামে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে জেলা শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির এ্যাডহক কমিটির সদস্য জনাব শহীদ পাটোয়ারি, স্বরলিপি নাট্যদলের সভাপতি এম আর ইসলাম বাবুসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

সিলেট
'শেখ রাসেল দিবস' ২০২১ উপলক্ষ্যে জাতীয় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

'শেখ রাসেল দিবস' ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে চারুকলা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী 'শেখ রাসেল : দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস' শীর্ষক 'জাতীয় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা' ২০২১ এর আয়োজন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জেলা শিল্পকলা একাডেমি সিলেটের আয়োজনে ১৮ অক্টোবর, ২০২১ বিকাল ৪টায় নগরীর পূর্ব শাহী ঈদগাহস্থ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে সিলেট জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে প্রেরণ করা হয়।

গোপালগঞ্জ
শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গোপালগঞ্জের আয়োজনে ১৮ অক্টোবর, ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন ও 'শেখ রাসেল দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে 'শেখ রাসেল : দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস' শীর্ষক জাতীয় শিশু কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ভোলা
শেখ রাসেল দিবস- ২০২১

১৮ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ভোলা'র আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ভোলা'র পরিবেশনায় আলোচনা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, ভোলা। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জেলা শিল্পকলা একাডেমি, ভোলা'র প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন কালচারাল অফিসার জনাব তানভীর রহমান। কারিগরি সহযোগীতায় ছিলেন সালাউদ্দিন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ
'শেখ রাসেল দিবস' ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন ও 'শেখ রাসেল দিবস' ২০২১ উপলক্ষ্যে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৮ অক্টোবর, ২০২১ বিকাল ০৪.০০টায় আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জনাব মো. মঞ্জুরুল হাফিজ, জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁপানবাবগঞ্জ মহোদয়ের সভাপতিত্বে জনাব ডা. জাহিদ নজরুল চৌধুরী, সিভিল সার্জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, প্রফেসর ড. শংকর কুমার কুণ্ডু, অধ্যক্ষ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জনাব দেবেন্দ্র নাথ উরাও, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে একক, দলীয় সংগীত ও নৃত্য এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আদি ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতি গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সমন্বয় ও সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব মো. ফারুকুর রহমান ফয়সল, জেলা কালচারাল অফিসার, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

গাইবান্ধা
শেখ রাসেলের জন্মদিনে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন ও 'শেখ রাসেল দিবস' ২০২১ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গাইবান্ধার আয়োজনে ১৭ অক্টোবর, ২০২১ 'শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস' শীর্ষক জাতীয় শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রাংকন

জেলা শিল্পকলা একাডেমির, গোপালগঞ্জ

প্রতিযোগিতায় গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আলমগীর কবির, জেলা কালচারাল অফিসার, গাইবান্ধা, মাজেদুর আবেদীন অপু, চারুকলা শিক্ষক, আহম্মেদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা ও দেবদুলাল বর্মন, চারুকলা প্রশিক্ষক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গাইবান্ধা।

পুষ্পমাল্য অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর জন্মদিন ও 'শেখ রাসেল দিবস' ২০২১ উপলক্ষ্যে জেলা শিল্পকলা একাডেমির পক্ষে পৌর পার্ক বিজয় স্তম্ভে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন মো. আলমগীর কবির, জেলা কালচারাল অফিসার, গাইবান্ধা, খাজা সুজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, গাইবান্ধা, রেজাউন্নবী রাজু, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, মাসুদুল হক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ গাইবান্ধা জেলার বিভিন্ন সংগঠনের সংস্কৃতিকর্মীবৃন্দ।

'শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস' শীর্ষক সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এঁর জন্মদিন ও 'শেখ রাসেল দিবস' ২০২১ উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর, ২০২১ জেলা প্রশাসন, গাইবান্ধার আয়োজনে 'শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস অদম্য আত্মবিশ্বাস' শীর্ষক সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেমিনারে কি-নোট পেপার উপস্থাপক ছিলেন প্রফেসর মো. খলিলুর রহমান, অধ্যক্ষ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. জহুরুল কাইয়ুম, সাবেক অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) সাদুল্লাপুর ডিগ্রি কলেজ, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা, এ. কে. এম মমিতুল হক নয়ন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) গাইবান্ধা আর্দশ কলেজ, গাইবান্ধা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আবদুল মতিন, জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা। সভাপতিত্ব করেন সাদেকুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) গাইবান্ধা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, গাইবান্ধা, মো. আবু বকর সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গাইবান্ধা জেলা শাখা, শাহ সারোয়ার কবির, চেয়াম্যান, উপজেলা পরিষদ, গাইবান্ধা সদর, মো. মতলুবর রহমান, মেয়র, গাইবান্ধা পৌরসভা, গাইবান্ধাসহ জেলার রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ, গন্যমান্যব্যক্তিগণ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টমিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

জেলা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির 'নবান্ন উৎসব'

গোপালগঞ্জ

নবান্ন উৎসব ১৪২৮ আয়োজন

জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গোপালগঞ্জের আয়োজনে ১৬ নভেম্বর, ২০২১ রক্তকরবী এম্পিথিয়েটার, গোপালগঞ্জে নবান্ন উৎসব-১৪২৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শাহিদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গোপালগঞ্জ।

এছাড়াও জেলা প্রশাসন, গোপালগঞ্জের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর প্রধানগণ, সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জেলা শিল্পকলা একাডেমি, গোপালগঞ্জের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিল্পী-কলাকুশলীসহ গোপালগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের জনগন অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

জেলা শিল্পকলা একাডেমির, গোপালগঞ্জ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে 'বিশ্বের সব মাতৃভাষা রক্ষা করবে বাংলাদেশ' শিরোনামে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন নিউইর্য়কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ সাহা।

আলোচনা পর্বের পর ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমেই ইয়াসমিন আলীর পরিচালনায় 'একুশের গান', 'অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে', 'ইতিহাস জানো তুমি', 'ও আমার গানের ভাষা' শিরোনামে চারটি সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন ঢাকা সাংস্কৃতিক দল। একক সংগীত পরিবেশনায় ছিল দিনাত জাহান মুন্নির '৫২ আমার মা ৭১ আমার বাবা', শিল্পী কাদেরী কিবরিয়ার কণ্ঠে 'সালাম সালাম হাজার সালাম', প্রিয়াংকা বিশ্বাসের 'আমার বর্ণমালা মায়ের মুখের হাসি' এবং মামুন জাহিদ খান এর 'ভেবো না গো মা তোমার ছেলেরা/আর কোথা নয় মাগো'। রূপা চক্রবর্তী আবৃত্তি করেন কবি শামসুর রাহমানের 'বর্ণমালা আমার দু:খিনী বর্ণমালা'। শিশুশিল্পী তৃয়াশা সরকার এবং তৃদীব সরকারের আবৃত্তিতে ছিল কবি মৃন্ময় মৃত্তিকার 'দিদি ভাই', কবি লুৎফর রহমান রিটন এর 'শহিদ মিনার জানে'ল, কবি বুলবুল খান মাহবুব এর 'একুশে আমার চেতনা' ও 'রক্তের কারুকাজ, কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরীর 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' এবং মাহিদুল ইসলাম মাহি আবৃত্তি করেন কবি মো. মুনিরুজ্জামান এর 'কৃষ্ণচূড়ার মেঘ'। এছাড়াও আবৃত্তি করা হয় দেশ বরণ্যে কবিদের বিভিন্ন কবিতা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের ধারণকৃত পরিবেশনার ভিডিও উপস্থাপন করা হয়। পরিবেশনার মধ্যে ছিলো নৃত্য, আবৃত্তি, একক সংগীত ও সমবেত সংগীত ও দ্বৈত সংগীত। বিভিন্ন দেশ থেকে এতে অংশ নিয়েছে কিরগিস্তানের Nafisa Abdilakimoba, জাপানের Mae Watanabe ও Shunsuke Mizutani, ইরানের Salmi Elahi, কোরিয়ার kim, নেপালের Arjun Kafle, ফ্রান্সের Jean Paul Sermadiras এবং রাশিয়ার Olga Ray, ইন্ডিয়ার Neha Vaid, Vedika Vaid, Janhvi, Sulagna Barman Biswas, Payal Roy, Haimanti Chatterjee, Manomita Ghosh, Koyal Roy, Kundu, Mousumi Gupta, Vivek Vaid, ইন্দোনেশিয়ার Elia Wati, Indah Permata Dewi Lubis, Era Chakma মালির Souleymane Sanogo এবং আমেরিকার Seth Panduranga Blumberg, Francis Megins ও বাংলাদেশের Nazrul Islam, Baby Akhtar, Tanveer Haque, Nihal Chowdhury, Towfiq Arifin Turjo।

দিবসটিকে কেন্দ্র করে একাডেমির সকাল ১১টায় জাতীয় চিত্রশালায় শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ১২০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে পরবর্তীতে ৯ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন তনুশ্রী মানজী।

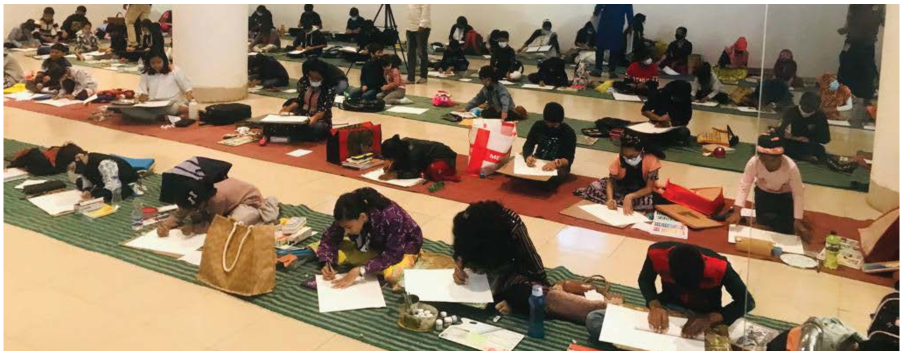

শিল্পীদের গানে, কবিতায়, নাটকে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অনুষ্ঠান ‘মহাবিজয়ের মহানায়ক’। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

শুরুতে আরিফুল ইসলাম অর্ণবের পরিচালনায় আর্টিস্ট্রি পরিবেশন করে নৃত্যালেখ্য ‘বীরাঙ্গনা’। শামীম সাগরের গ্রন্থনায় নৃত্যালেখ্যটির সংগীত পরিচালনায় ছিলেন নির্ঝর চৌধুরী। ধারাবর্ণনা করেছেন রেহেনা পারভীন। একক কণ্ঠের সংগীত পরিবেশনায় রূপা ফরহাদ শুনিয়েছেন ‘স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে’।

আলোচনা পর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব মো. আবুল মনসুর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক সোহাইলা আফসানা ইকো।

সাংস্কৃতিক পর্বে একে একে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। ‘দেখ চোখ মেলে শোনো কান পেতে’ গানের সাথে সাহিদা রহমান সুরভী’র পরিচালনায় বহ্নিশিখা নৃত্যদল নৃত্য পরিবেশন করে। সুইটি দাস চৌধুরীর পরিচালনায় পরিবেশিত হয় নৃত্যালেখ্য ‘স্মৃতিতে সোহাগ পুর’। মেহেরাজ হক তুষার এর পরিচালনায় রিদম্ ড্যান্স গ্রুপপপরিবেশন করে নৃত্যালেখ্য ‘মুক্তিযোদ্ধার বৌ’।

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী রূপা ফরহাদ, মো. রফিকুল আলম, আকরামুল ইসলাম পরিবেশন করেন ‘ও আমার দেশের সোনা’; মনোরঞ্জন ঘোষাল পরিবেশন করেন ‘ও দরদী নাইয়ারে তুমি কী টুঙ্গি পাড়ায় যাও’; শিবু রায় পরিবেশন করেন ‘স্বাধীনতা আমার মায়ের আঁচল’।

সংগীত পরিবেশন করেন সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের মাইনুল আহসান, এম এ মোমিন পরিবেশন করেন ‘মুজিব বাইয়া যাওরে’; উর্বী সোম পরিবেশন করেন ‘তোমাকে ছালাম হে জাতির পিতা; আশা খন্দকার পরিবেশন করেন ‘দুখিনী বাংলা জননী বাংলা’।

কণ্ঠশিল্পী নবীন কিশোর গৌতম পরিবেশন করেন ‘এ দেশ ধন্য জাতি ধন্য বিশ্ব বিবেক ধন্য’; বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কণ্ঠশিল্পী শারমিন আক্তার শাওন পরিবেশন করেন ‘বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায়’ রোকসানা আকতার রূপসা পরিবেশন করেন ‘আমি বঙ্গবন্ধুর লাগিয়া কাঁদি আজ ও নিশি জাগিয়া’

‘মহাবিজয়ের মহানায়ক’ অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি মুহাম্মদ নরুল হুদা এবং কবি আসলাম সানী, ঝর্ণা সরকার পরিবেশন করেন কবি নির্মলেন্দু গুনের ‘শোকগাঁথা ১৫ আগস্ট ১৯৭৫’। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তামান্না তিথি।

শিল্পীদের গানে, কবিতায়, নাটকে বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অনুষ্ঠান ‘মহাবিজয়ের মহানায়ক’। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

৪৮তম
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, আলোচনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশাল প্রতিকৃতির উন্মোচনসহ বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিষ্ঠার ৪৮তম বর্ষ উদযাপন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ একাডেমির নন্দনমঞ্চ, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই মহাআয়োজন। শুরুতেই বিকেলে একাডেমির নন্দনমঞ্চে জাতীয় পতাকা ও একাডেমির পতাকা উত্তোলন করা হয়। এসময় জাতীয় সংগীত এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিশু সংগীত ‘ধন্য মুজিব ধন্য’ পরিবেশন করেন একাডেমির শিশু সংগীত দল। এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের’, ও ‘মুক্তিযুদ্ধ চেতনাদীপ্ত পিতার পতাকা হাতে’ গান দুটি

শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ছিল প্রতিষ্ঠানটির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

বাংলাদেশ শিল্পকলা

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্ববৃহৎ প্রতিকৃতির (৪৩/৩২ ফুট) প্রদর্শনী। এছাড়া চিত্রশালার ২ ও ৩ নং গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয় সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম নিয়ে ১০দিনব্যাপী প্রদর্শনী।

পরিবেশন করেন শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সর্ববৃহৎ প্রতিকৃতির (৪৩/৩২ ফুট) প্রদর্শনী। এছাড়া চিত্রশালার ২ ও ৩ নং গ্যালারিতে উদ্বোধন করা হয় সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কার্যক্রম নিয়ে ১০দিনব্যাপী প্রদর্শনী। এদিকে বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে একাডেমির সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত ২৪টি বইয়ের পাঠ উন্মোচন করেন- সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, বিশেষ অতিথি, প্রধান আলোচক এবং সভাপতি।

অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব মো. আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান। আলোচনা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে ‘শুভেচ্ছা ভালোবাসা’ শিরোনামে নৃত্য পরিবেশন করেন একাডেমির নৃত্যশিল্পীরা। অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করেন খায়রুল আলম শাকিল, ফরিদা পারভীন, সাইদুর রহমান বয়াতি, সুরবালা রায় প্রমুখ।

এতে একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দলের পরিচালনায় ক্যাপডান্স, চেয়ার সেটিং, রিং ড্যান্স, দিয়াবো ব্যালেন্স ও নেক আয়রন বার নিয়ে ৫টি পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন আহকাম উল্লাহ এবং ডালিয়া আহমেদ। সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন একাডেমির বাউল দল। প্রয়াত পাঁচ জনপ্রিয় শিল্পী লতা মঙ্গেশকর, বাপ্পী লাহিড়ী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুবীর নন্দী এবং এন্ড্রু কিশোরের গান নিয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ পর্বে জনপ্রিয় এই শিল্পীদের গান পরিবেশন করেন একাডেমির প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীরা। ইবনে রাজনের গাওয়া ‘প্রত্যয় হাতে হাতে’ ও ‘আমরা সুন্দরের অতন্দ্র প্রহরী’ গান দুটির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন একাডেমির শিশু নৃত্যদল। সম্প্রীতির নৃত্য পরিবেশন করেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নৃত্যদল। নৃত্যালেখ্য ‘ষড়ঋতু’র পরিবেশনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১৯ ফেব্রুয়ারি ছিল প্রতিষ্ঠানটির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

‘মহাবিজয়ের মহানায়ক’
তিনদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ‘মহাবিজয়ের মহানায়ক’ শিরোনামে ৮ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। অনুষ্ঠানটি একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬.৩০টা থেকে শুরু হয়।

৮ মার্চ, ২০২২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক সোহাইলা আফসানা ইকো। আলোচনা পর্বের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ধ্রুপদী নৃত্যালয়ের শাহরীন পরিচালিত ‘পরিচয় ধানমন্ডি ৩২’ শিরোনামে নৃত্যালেখ্য পরিবেশিত হয়। একক সংগীত ‘তুমি যেন শত নদী’ পরিবেশন করেন শিল্পী বিশ্বাস। মিমি আলাউদ্দিনের কণ্ঠে মুক্তিযুদ্ধ চেতনাদীপ্ত ‘পিতার পতাকা হাতে’, বিমান চন্দ্র বিশ্বাস ‘নদীর ঢেউ’, রাজিয়া সুলতানা মুন্নি ‘মুজিব শুধু একটি নাম’, এলিজা পুতুল ‘ওরে আকাশে আজ দেখ কি সাজ’, তানজিনা করিম স্বরলিপি ‘ওগো জাতির পিতা’, স্বরন ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তুমি মহান নেতা’, মোমিন বিশ্বাস ‘শত বছরের অতীতে ১৭ মার্চ’, এরফান হোসেনের ‘ও প্রাণের মুজিব ভাই’, মাটি রহমান ‘জগৎ জুড়ে বঙ্গবন্ধু’, ফরিদা আলম রত্না ‘শেখ মুজিবের বাংলাদেশ রে’ শিরোনামে সংগীত পরিবেশন করেন।

এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন সজিব, গরীব মোক্তার এবং কাঙ্গালিনী সুফিয়া। তপস্যা নৃত্যদলের ফিফা চাকমা পরিচালিত ‘কাকন কাহন’ এবং অমিত চৌধুরীর ‘অন্তর্দেশ’ শিরোনামে নৃত্যলেখ্য পরিবেশিত হয়।

৯ মার্চ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে সংগীত ‘আগস্ট এর শোকগাঁথা’ পরিবেশন করেন শিল্পী শরন বড়ুয়া। রাকা পপি ‘ওই একটি তর্জনী উঠেছিলো, মনিফা মোস্তাফিজ মন ‘মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’, ফারজানা আফরিন ইভা ‘আমি স্বপ্নে দেখেছি সেদিন বঙ্গবন্ধুকে’, তাবিব ফাইরুজ রোদশী ‘বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে’, হুমায়রা বশির ‘মা ভাবতো ছেলেটা’ শিরোনামে সংগীত পরিবেশন করেন।

এছাড়াও গোলাম মোস্তফা, অরুপ বিশ্বাস, সুনীল কুমার সূত্রধর, আরিফ চৌধুরী পলাশ, অরুন চৌধুরী, আবিদ রহমান সেতু, ইউসুফ আহমেদ খান, কাজী দেলোয়ার হোসেন এবং লাভলী দেব সংগীত পরিবেশন করেন। মানস তালুকদার পরিচালিত ‘নৃত্যগ্রাম’, মুরাদ জামান খান পরিচালিত সুবর্ণ বৃক্ষ : নৃত্যাক্ষণ এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীবৃন্দ নৃত্যালেখ্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন ফেরদৌস আরা বন্যা এবং নাসরিন হুদা বিথী।

জাতীয় নৃত্য উৎসব ২০২২

মুজিবশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ডান্স এগেইনেস্ট করোনা শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০-২২ জানুয়ারি, ২০২২ বিকাল ৪টা থেকে জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে ৭৫টি দলের নতুন নৃত্য নিয়ে তিনদিনব্যাপী 'জাতীয় নৃত্য উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।

২০ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সভাপতি মিনু হক। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কাজী আফতাব উদ্দীন হাবলু, পরিচালক, সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ।

৭৫টি মৌলিক নতুন নৃত্য সৃজনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে আসছে। যেখানে দেশের প্রথিতযশা নৃত্য পরিচালকসহ নবীন নৃত্য পরিচালকদেরও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিভিন্ন নৃত্যগোষ্ঠী ও নৃত্যদলগুলোর মধ্যে ছিল, নৃত্যালোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র- আলোর পথে, ধীনা ডান্স একাডেমি- বৈচিত্রে সৌন্দর্যে স্বাধীনতা, ধৃতি নর্তনালয়- জয়ের আলোকবর্তিকা, নৃত্যাঙ্গন নৃত্যকলা- সুবর্ণ বৃক্ষ, নৃত্যাশ্রম- আবার আসিব ফিরে, একাডেমি ফর মনিপুরী কালচার এন্ড আর্টস- বঙ্গমাতা, কত্থক নৃত্য সম্প্রদায়- নারীর মুক্তিযুদ্ধ, ধ্রুপদালোক- প্রদীপ্ত অগ্নি শিখা, নর্তন- আলোর পথযাত্রী, ঘাস ফুল নদী- আলোকিত জয়যাত্রা, দীক্ষা- স্মৃতিতে সোহাগপুর, নৃত্যকথা- গণমাধ্যমে মুজিব, কং নৃত্যালয়- বঙ্গবন্ধুর বিজয় উল্লাস, নৃত্যাঙ্গন- জাতির পিতা আসুন আরেকটিবার, সপ্তস্বর সংগীত বিদ্যাপিঠ- আলোর দিশারী, নিশুতি- অবরুদ্ধ থেকে অনিরুদ্ধ, ধ্রুপদী নৃত্যালয়- পরিচয় ধানমন্ডি ৩২, নৃত্যাক্ষ- সোনার বাংলার সোনার ছেলে আমার বঙ্গবন্ধু, নবরস- মহাকাব্যের স্বপ্নদ্রষ্টা, স্পন্দন- দামাল ছেলে, শিখর কালচারাল অর্গানাইজেশন- সেই অন্ধকার এবং ম্যাশ মাহাবুব কোরিওগ্রাফি টিমের ভেতর-বাহির।

২২ জানুয়ারি উৎসবের শেষ দিনে পরিবেশনায় ছিলো– পরম্পরা নৃত্যালয়- স্বপ্নযাত্রিক, আমরা ক'জন শিল্পী গোষ্ঠী- আমার বাংলা, কালারস্ অফ হিল- প্রকৃতি এবং আমরা, শৈলী শিল্পচর্চা নিকেতন- মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব, জিনিয়া নিত্তকলা একাডেমি- যে ইতিহাস যাবে না ভোলা, আরাধনা- সোনার বাংলা স্বপ্ন নয় পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়, বাংলাদেশ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস- সুরের বাংলাদেশ, স্বপ্ন বিকাশ কলাকেন্দ্র- আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, পরশমনি কলাকেন্দ্র- স্বাধীনতা থেকে মুজিব শতবর্ষ, সাধনা উপমহাদেশীয় সংস্কৃতি প্রসার কেন্দ্র- যুদ্ধের সাতকাহন, অন্তর নৃত্য নিকেতন- বঙ্গবন্ধুর সম্প্রীতি বন্ধনের বাংলাদেশ, রিদোমোস- দাবায়ে রাখতে পারবা না, নৃত্যজন- হে বন্ধু-বঙ্গবন্ধু, নান্দনিক নৃত্য সংগঠন- মৃত্যুঞ্জয়ী, সাত্ত্বিক গুরুকুল নৃত্যভূমি- সূর্য্যময়ী বঙ্গবন্ধু, কাত্থাকিয়া (দ্যা সেন্টার অফ আর্টস)- অশ্রুজলের কাব্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি নৃত্য দল- সহজ মানুষ, চিন্তক সাংস্কৃতিক একাডেমি- নিরন্তর অপেক্ষা, বহর- প্রত্যেহ পুরাণ, নাচঘর- মাটির বাউল থেকে বঙ্গবন্ধুর বাউল, একাডেমি অব ফাইন আর্টস ময়মনসিংহ- অমর শেখ মুজিব, আর্টিস্ট্রি- বীরাঙ্গনা, নুপুর নিক্কন ডান্স একাডেমি ঢাকা- বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, ফিফা চাকমা- কাকন কাহন, রিদম্ ড্যান্স গ্রুপ- মুক্তিযোদ্ধার বৌ, দিব্য সাংস্কৃতিক সংগঠন- বাংলার ধ্রুবতারা এবং সিএনআই গ্লো ডান্স গ্রুপ-এর আহবান ইত্যাদি।

৭৫টি দলের ১০ জন করে নৃত্যশিল্পী কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো দলে ২০/৩০ জন নৃত্যশিল্পীও অংশগ্রহণ করেছে। এতে করে ৭৫ জন নৃত্য পরিচালকসহ দেশের প্রায় এক হাজার নৃত্যশিল্পীকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। নতুন নৃত্য প্রযোজনা নির্মাণের জন্য ৭৫টি দলের মধ্যে ৫০টি দলকে এক লক্ষ টাকা এবং ২৫টি দলকে ৮০ হাজার করে মোট ৭০ লক্ষ টাকা অর্থ সহযোগিতা প্রদান করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। বাংলাদেশে এতোগুলো মৌলিক নতুন নৃত্য নিয়ে এটিই প্রথম উৎসব। একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে উৎসব পরিবেশনা ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন একই সময়ে নিজ নিজ জেলায় তাদের প্রযোজনাগুলো মঞ্চস্থ করে।

বাংলাদেশ যাত্রা উৎসব ২০২২

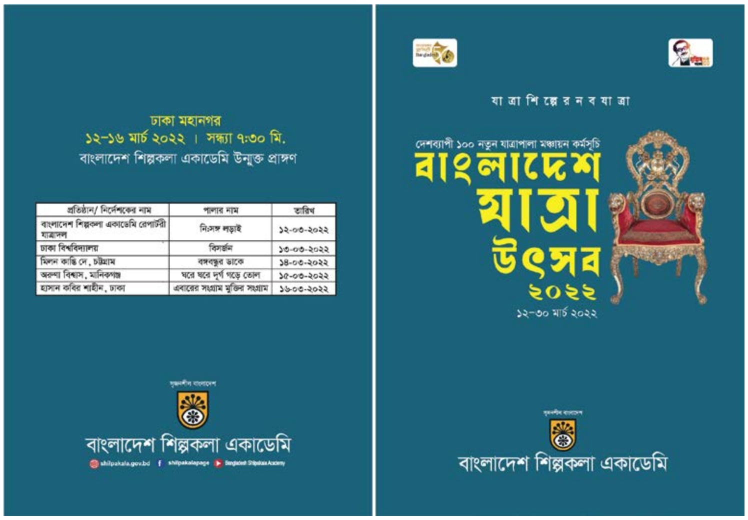

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১০০টি নতুন যাত্রাপালা নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ যাত্রা উৎসব- ২০২২'। ১২ মার্চ শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে উৎসব উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। আলোচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট যাত্রা গবেষক ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মার্জিয়া আক্তার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান।

উদ্বোধনী দিনে মঞ্চস্থ হয় শিল্পকলা একাডেমি রেপার্টরীর যাত্রাদল-এর 'নি:সঙ্গ লড়াই'। ১৩ মার্চ মঞ্চস্থ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'বিসর্জন'। ১৪ মার্চ মঞ্চস্থ হয় মিলন কান্তি দের 'বঙ্গবন্ধুর ডাকে'। ১৫ মার্চ মঞ্চস্থ হয় অরুণা বিশ্বাস নির্দেশিত 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'। ১৬ মার্চ মঞ্চস্থ হয় হাসান কবির শাহীন নির্দেশিত 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম'।

১২ মার্চ শুরু হয়ে উৎসব ছিলো ৩০ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত। ঢাকা মহানগরের যাত্রাদলের যাত্রাপালা মঞ্চায়িত হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যাত্রামঞ্চে। পালা শুরু হয় প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭.৩০টায়। রাজধানীর বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে ৩০টি মঞ্চে এই যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ।

লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীর উদ্বোধন
আট সম্পাদক পেলেন পুরস্কার সম্মাননা

লিটল ম্যাগাজিন সম্মাননা প্রদান ও সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ বিকাল ৩:৩০টায় জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে এই আয়োজনের উদ্বোধন হয়। লিটল ম্যাগাজিনের আট শতাধিক সংখ্যা নিয়ে ১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ জাতীয় চিত্রশালার ৬ নম্বর গ্যালারিতে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ৮ জন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। যার মধ্যে আছে শহীদ ইকবাল সম্পাদিত 'চিহ্ন'; আবদুল মান্নান স্বপন সম্পাদিত 'ধমনি'; এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত 'লিরিক'; মিজানুর রহমান নাসিম সম্পাদিত 'মননরেখা' এবং ওবায়েদ আকাশ সম্পাদিত 'শালুক'।

এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তিনটি লিটল ম্যাগাজিনকে সম্মাননার জন্য নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে আছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি রাজশাহী থেকে প্রকাশিত আসাদ সরকার সম্পাদিত 'মহাকালগড়'; জেলা শিল্পকলা একাডেমি সিলেট থেকে প্রকাশিত অসিত বরণ দাশ গুপ্ত সম্পাদিত 'সুরমাকপোত' এবং মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'আরণ্যক'।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি ও প্রাবন্ধিক সৈকত হাবিব। আলোচক ছিলেন অমিত্রাক্ষর সম্পাদক আমিনুর রহমান সুলতান, লোক সম্পাদক অনিকেত শামীম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিল্পকলা একাডেমির সচিব আছাদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী।

সম্মাননার জন্য লিটলম্যাগাজিন নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করেন লেখক-গবেষক মফিদুল হক, অনুবাদক ও সাহিত্যিক অধ্যাপক আবদুস সেলিম এবং কবি ও অধ্যাপক খালেদ হোসাইন। সম্মাননা হিসেবে কেন্দ্রীয় পাঁচটি লিটলম্যাগ সম্পাদককে পঞ্চাশ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নির্বাচিত তিনটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদককে পঁচিশ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি ও প্রাবন্ধিক সৈকত হাবিব। আলোচক ছিলেন অমিত্রাক্ষর সম্পাদক আমিনুর রহমান সুলতান, লোক সম্পাদক অনিকেত শামীম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিল্পকলা একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কবি সৌম্য সালেক। অনুষ্ঠানে একাডেমির নৃত্য শিল্পীরা 'শুভেচ্ছা ভালোবাসা' এবং 'সহজ মানুষ' শীর্ষক নৃত্য পরিবেশন করেন।

আলপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি দুইদিনব্যাপী আলপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। তত্ত্বীয় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী সঞ্চয় চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায়োগিক প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী মাহমুদ জোয়ার্দার পল্টু।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষার্থী আলপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন।

বিশ্বনাট্য দিবস- ২০২২

বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২৭ মার্চ যৌথভাবে 'বিশ্বনাট্য দিবস-২০২২' পালন করে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় বিকেল ৫টায় নাট্যকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব মঞ্চসারথি আতাউর রহমান; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্ব, অভিনেতা ও নির্দেশক মামুনুর রশীদ এবং সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী লাকী।

এবারের বিশ্বনাট্য দিবসে ষাটের দশকের গ্রুপ থিয়েটার চর্চার সাথে সম্পৃক্ত এবং গ্রুপ থিয়েটার চর্চার অগ্রসৈনিক নাট্যজন মাসুদ আলী খান এবং নাট্যজন আরহাম আলো-কে বিশ্বনাট্য দিবস সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশ্বনাট্য দিবসের বাণী পাঠ করেন বাংলাদেশের বরেণ্য নাট্যজন লাকী ইনাম ও আফরোজা বানু। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অনন্ত হিরা, বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের সভাপতি নাট্যজন মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আহমেদ গিয়াস। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন- বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি চন্দন রেজা।

সাধুমেলার ৩৪তম আসর

পূর্ণিমা তিথিতে ৩৪তম সাধুমেলা আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ বিকাল ৪টায় একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সাধুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমির প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক সোহাইলা আফসানা ইকো। একাডেমির সম্মানিত মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও লালন গবেষক ফরিদা পারভীন, লালন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও গবেষক ড. আবু ইসহাক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সম্মানিত সচিব মো. আছাদুজ্জামান।

বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন চন্দনা মজুমদার, কিরণচন্দ্র রায়, বাউল ভাবনার আলো কুষ্টিয়া, আবদুল লতিফ শাহ চুয়াডাঙ্গা, মারফত বাউল কুষ্টিয়া, সমির বাউল। একক

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও লালন গবেষক ফরিদা পারভীন, লালন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও গবেষক ড. আবু ইসহাক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সম্মানিত সচিব মো. আছাদুজ্জামান।

সংগীতের মধ্যে বিদ্যুৎ কুমার সরকারের পরিবেশনায় 'চিরদিন দুখের অনলে', লাভলী শেখের 'কেন ডুবলিরে মন', এম আর মানিকের 'দ্বীনের ডংকা বাজে', মিতুলের 'বেদে নাই যার রুপ রেখা', মোক্তারের 'যেখানে সাইর বারাম খানা', মিতু মন্ডলের 'এ গোকূলে শ্যামের প্রেমে' এবং ফারজানা ইভার 'ওগো বৃন্দে ললিতে' গান পরিবেশন করেন।

দলীয় সংগীত 'এসো হে দয়াল কান্ডারী' ও 'মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই' পরিবেশনায় ছিলেন: নীতু, পুতুল, এ্যানি, রনি, শিফা, সুবর্ণা, শিখা, মিনা পাগলী, সেলিম শাহ, করিম বাউল, সাইদুল ইসলাম, সাহেদ আলী, আবু বকর সিদ্দিক, নয়ন সাধু, নুরুল ইসলাম শেখ, আলামিন, বাউল ফারুক, আয়নাল হক, তানিয়া, বিউটি, সলেমান শেখ, পলি এবং সুমি বাউল। যন্ত্রশিল্পী হিসেবে ছিলেন- দোতরা-মুন্না, ঢোল-স্বপন মিয়া, বাঁশি-রানা, তবলা-সুমন, পারকাশন-সোহেল, জিপসী-হোসেন চালি, হারমোনিয়াম-আলম বয়াতী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আনিসুর রহমান।

পঞ্চম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীর সমাপনী আয়োজন- ২০২১

আড়াই মাসের প্রদর্শনী শেষে ১৫ ফেব্রুয়ারি-২০২২ বিকাল ৫টায় একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে পঞ্চম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনীর পর্যালোচনা ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। পঞ্চম জাতীয় ভাস্কর্য প্রদর্শনী- ২০২১ এর উদ্বোধন হয়েছিলো ২৯ নভেম্বর, ২০২১। প্রদর্শনীতে ১০৭ জন শিল্পীর ১১৪টি নির্বাচিত শিল্পকর্ম হতে পুরস্কারের জন্য ১৩জন শিল্পীকে মনোনিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক সৈয়দা মাহবুবা করিম। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন ভাস্কর নাসিমুল খবির ডিউক। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন একাডেমি সম্মানিত সচিব মো. আছাদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনায় জয়দ্বীপ পালিত-এর নৃত্য পরিচালনায় 'বিপুল তরঙ্গ রে...' এবং মেহরাজ হক তুষারের নৃত্য পরিচালনায় 'সহজ মানুষ' নৃত্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তামান্না তিথী।

উল্লেখ্য, জাতীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারের মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য শিল্প সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি করে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক বাংলাদেশ গঠনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তৎপর।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎমঞ্চে 'বাংলাদেশে যাত্রা উৎসব'- এর সমাপনী

বাংলাদেশে শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ১২ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ দেশব্যাপী ১০০টি নতুন যাত্রাপালা নিয়ে বাংলাদেশে যাত্রা উৎসব- ২০২২ আয়োজন করা হয়। আয়োজনটির সমাপনী অনুষ্ঠান ৩০ মার্চ, ২০২২ সন্ধ্যায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃৎমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. ইস্রাফিল আহমেদ।

সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিক অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হক, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. রশীদ হারুন, বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. তপন বাগচী এবং বিশিষ্ট যাত্রাব্যক্তিত্ব হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাপস সরকার।

এরপর সন্ধ্যা ৭.৩০টায় সমাপনী যাত্রাপালা 'নিঃসঙ্গ লড়াই' মঞ্চস্থ হয়। ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী'র প্রযোজনায় যাত্রাপালাটির পালাকার ছিলেন নাট্যকার মাসুম রেজা এবং নির্দেশনায় ছিলেন সাইদুর রহমান লিপন। যাত্রাটি পরিবেশন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির রের্পাটরি যাত্রাদল।